দৈনিক সংবাদ

MAR. 1 1999

তারিখ MAR 1 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হায় নগরজীবন

লাশের দুর্গন্ধ জানান দেয় তার মৃত্যু সংবাদ

॥ হারুন উর রশীদ ॥

তিনদিনে কারো মনে প্রশ্ন জাগেনি কেন টেলিফোন অনবরত বেজে যায়। প্রতিবেশী কেউ কৌতূহলী হননি কেন অধ্যাপক আবু জাফরের দরজা একবারও খোলা হয়নি। দরজার ফাঁকে খবরের কাগজ জমতে দেখেও কেউ খোঁজ নিয়ে দেখেনি। এমনই ব্যস্ত জীবন হয়ে উঠেছে ঢাকা মহানগরীর। অবশেষে গলিত লাশের গন্ধে সচকিত হয় প্রতিবেশীরা। পুলিশকে খবর দেয়। গত শুক্রবার তার গলিত লাশ উদ্ধার করা হয় রান্নাঘর থেকে। সত্যিই ঢাকার নাগরিকরা এখন মেগাসিটি বাসিন্দা।

এমন ঘটনা নগরীতে এই প্রথম নয়। গত বছরের ২০শে জানুয়ারি এলিফ্যান্ট রোডের ২৭৪/২ নম্বর বাসা থেকে একইভাবে উদ্ধার করা হয়েছিল বাংলা একাডেমির উপপরিচালক মোশাররফ হোসেনের (৪৫) অর্ধগলিত লাশ। ঘটনার ৩ দিন আগে তার স্ত্রী ভাড়া বাসা থেকে তাদের সন্তান প্রকৃতিকে নিয়ে গ্রিন রোডে বাবার বাড়িতে বেড়াতে যান। ফিরে এসে দরজা ভেঙে বেডরুম থেকে তার লাশ উদ্ধার করেন তিনি। তিনি ফিরতে আরো দেরি করলে লাশের পচা গন্ধ রাস্তা পর্যন্ত না ছুটলে হয়তো কেউ টেরই পেত না। একইভাবে গত বছর এপ্রিল মাসে উত্তরার ভাড়া বাসায় নিঃসঙ্গভাবে মারা যান সাবেরা সুলতানা। দরজার বাইরে পেপারের স্তূপ জমা হতে দেখে প্রতিবেশীরা সন্দিহান হয়। ঘর খুলে উদ্ধার করা হয় তার লাশ। মোশাররফ হোসেন ও সাবেরা সুলতানার পর আবু জাফরের ঘটনা কি আমাদের নাগরিক চরিত্রের কথা বলে দিচ্ছে!

জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আবু জাফর গত ৩ বছর ধরে ৩০, ইস্কাটন রোডের ভাড়া বাসায় একা বসবাস করতেন। প্রতিবেশীরা জানায়, তিনি একাকী থাকলেও তাদের সাথে চেনাজানা ছিল। তবে তারা খেয়াল করেননি, ৩ দিন ধরে তিনি বাসার বাইরে বের হননি। তার একমাত্র মেয়ে ডাঃ শাহানা জাফর কান্তা মোহাম্মদপুরে স্বামীর সাথে থাকেন। তিনি জানান, গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি তিনি টেলিফোনে সর্বশেষ তার বাবার সাথে কথা বলেছেন। এরপর বেশ কয়েকবার ফোন করেছেন। কিন্তু ফোন না ধরায় তিনি ভেবেছেন তার বাবা লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তিনি জানান, বাংলা একাডেমি থেকে অধ্যাপক আবু জাফরের 'অনিষ্ট জীবন' নামে একটি বই বের হওয়ার কথা ছিল। তিনি ভেবেছেন, তার বাবা সম্ভবত বইয়ের প্রুফ দেখার কাজে ব্যস্ত।

অধ্যাপক জাফর ২৩শে ফেব্রুয়ারি তার বন্ধু ডাঃ আবদুল্লাহকে টেলিফোনে অসুস্থতার কথা বলেছিলেন। আবদুল্লাহকে জানিয়েছিলেন তার বুকে ব্যথা। রমনা থানার এসআই লিয়াকত হোসেন জানান, ডাঃ আবদুল্লাহ তাকে টেলিফোনেই পরামর্শ দেন। এরপর দুদিন তিনি ফোন করেন। বারবার ফোন করেও কোন উত্তর না পেয়ে গত শুক্রবার তিনি তার বন্ধুর কাছে ছুটে আসেন। তারপরই ইস্কাটনের ৬ তলা ভবনের ফ্ল্যাট বাড়ির প্রতিবেশীরা পচা লাশের গন্ধ পান।

অধ্যাপক আবু জাফর '৯২ সালে শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর নেন। মুর্শিদাবাদের সালার মহকুমার কান্দা গ্রামে তার বাড়ি। বাবার নাম মৃত আবু আতাহার। ৬ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। স্ত্রীর সাথে তার অনেক আগেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়। একমাত্র ছেলে জাভিদ জাফর কোয়েল রাশিয়া প্রবাসী। সপ্তাহখানেক আগে ঢাকায় এসে শান্তিনগরে মায়ের বাসায় উঠেছেন। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক তার নিঃসঙ্গ জীবন জ্ঞান সাধনায় কাটিয়ে দিতেন। এমনকি বাসায় কোন কাজের লোকও ছিল না। নিজেই রেঁধে খেতেন।

তার প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, সাহিত্যে সমাজ ভাবনা ও হাসান আজিজুল হকের গল্পের বাস্তবতা। শেষের বই দুটি বাংলা একাডেমি প্রকাশ করেছে। বাংলা একাডেমি থেকে অনিষ্ট জীবন নামে তার আরেকটি বই প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল।

গত শুক্রবার পুলিশ যখন অধ্যাপকের ঘরে ঢোকে তখন টিভি চলছিল, ফ্যান ও ফ্রিজ ছিল অন করা। ৩ দিনে একবারও বন্ধ হয়নি। এই নাগরিক কোলাহলে অধ্যাপক হারিয়ে গেছেন। ব্যস্ততা অধ্যাপককে খোঁজ নিতে একটুও সময় দেয়নি কাউকে।